উন্নত প্রথায় গম চাষ

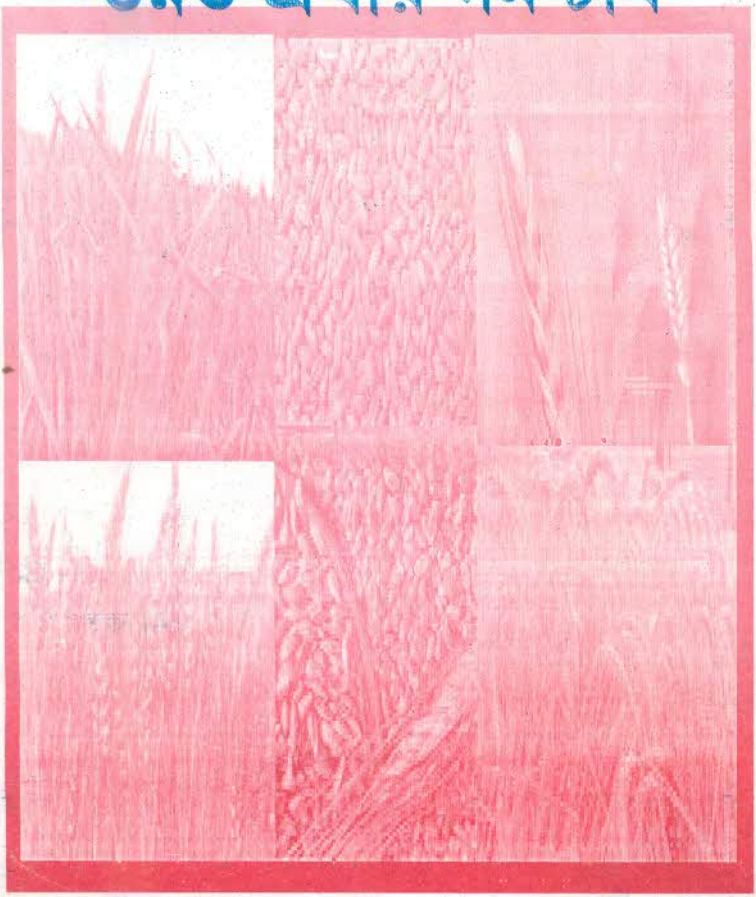

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

পিনঃ ৭৩৩২১৬ ফোনঃ ০৩৫২৬ - ২৬৩৬৫৩

উন্নত প্রথায় গম চাষ

তরাই অঞ্চলের আবহাওয়া উচ্চ গুনমানের গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ তবে নানাবিধ সমস্যার কথা চিন্তা করে রবি মরসুমে এই অঞ্চলে গম চাষের প্রবণতা কমছে । মূলতঃ ভালো বীজের অভাব, একই জাতের (সোনালিকা জাত) বছরের পর বছর ব্যবহার, দেরীতে বোনা গমের ক্ষেত্রে গম কাটার সময় বৃষ্টি ও তাতে ঝাড়াই-এর সমস্যা এবং সর্বোপরি অনেক কৃষকের জমিতে উৎপন্ন গমের শীষের দানা পুষ্ট না হওয়া কৃষকদের মধ্যে গম চাষে অনীহা তৈরী করেছে । তবে এই অঞ্চলে শীত থাকে অনেকদিন এবং রবি মরশুমের প্রথমদিকে জমিতে প্রচুর রসও থাকে , এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়ে কৃষকরা অল্প সেচের মাধ্যমে নিজেদের জমি থেকে সহজেই ভালো ফলন ঘরে তুলতে পারেন, তবে ভালো ফলন পাওয়ার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাথায় রাখা দরকার ।

গমের জাত :—

** অসেচ এলাকায় বোনার উপযুক্ত :-*

সোনালিকা, কে. - ৮০২৭, কে. - ৮৯৬২, এইচ. ডি. আর. - ৭৭

** সেচ এলাকায় সঠিক সময়ে বোনার উপযুক্ত :-*

এইচ. পি. - ১৭৩১ (রাজলক্ষী), পি. বি. ডব্লু. - ৩৪৩, এইচ. ডি. - ২৭৩৩, এন. ডব্লু. - ১০১২, কে. - ৮৮০৪

** সেচ এলাকায় দেরীতে বোনার উপযুক্ত :-*

এন. ডব্লু. - ১০১৪, এইচ. পি. - ১৬৩৩ (সোনালী), এইচ. পি.- ১৭৪৪ (রাজেশ্বরী), এইচ. ডি. - ২৬৪৩ (গঙ্গা)

জমি তৈরী :—

৫-৬ বার সোজাসুজি ও আড়াআড়ি ভাবে লাঙ্গলের চাষ ও সাথে মই দিয়ে জমির মাটি গুঁড়ো করে আলগা করতে হবে । তবে বার বার মই দিয়ে মাটিকে একেবারে গুঁড়ো করে জমিতে বোনার প্রয়োজন নেই । বরং ছোট ছোট ঢেলা থাকলে মাটি জমবে না, আগাছার পরিমাণও কম হবে ।

বোনার সময় ঃ—

* *অসেচ এলাকায় ঃ-* কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহ - অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।
* *সেচ এলাকায় সময়ে বোনা ঃ-* অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ - অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় সপ্তাহ ।
* *সেচ এলাকায় দেরীতে বোনা ঃ-* অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ ।

বীজ শোধন ঃ—

সার্টিফায়েড বীজ বা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত বীজের প্রতি কেজির সঙ্গে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে শোধন করতে হবে ।

বীজের হার (প্রতি একরে) ঃ—

	সারিতে বুনলে	ছিটিয়ে বুনলে
* অসেচ এলাকা —	৪০ কেজি	৫০ কেজি
* সেচ এলাকায় সময়ে বোনা —	৪০ কেজি	৫০ কেজি
* সেচ এলাকায় দেরীতে বোনা —	৫০ কেজি	৬০ কেজি

বোনার পদ্ধতি ঃ—

	সারি থেকে সারির দূরত্ব	গভীরতা
* সময়ে বোনা -	২০-২৩ সেমি (৮-৯ ইঞ্চি)	৫ - ৬ সেমি. (২-২$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি)
* দেরীতে বোনা -	১৫-১৮ সেমি (৬-৭ ইঞ্চি)	৫ - ৬ সেমি. (২-২$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি)

সার প্রয়োগ (প্রতি একরে) ঃ—

৮ - ১০ ঠেলা পচা গোবরসার বা কম্পোষ্ট সার বীজ বোনার ১০ - ১৫ দিন আগে দিতে হবে । সবসময় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিৎ। তবে সাধারণভাবে, মধ্যম উর্বর মাটিতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

সেচ যুক্ত এলাকায় :—

* মূলসার হিসাবে চাষের সময় একর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১২৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৭ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার করতে হবে ।

* প্রথম চাপান হিসাবে গম বোনার ২০-২২ দিন পর প্রতি একরে ২২ কেজি ইউরিয়া ব্যবহার করুন ।

* দ্বিতীয় চাপান হিসাবে বোনার ৪০-৪৫ দিন পর একর প্রতি ২২ কেজি ইউরিয়া ও ১৭ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার করতে হবে ।

সেচ বিহীন এলাকা :—

মূলসার হিসাবে সমস্ত সার অর্থাৎ প্রতি একরে ৫৫ কেজি ইউরিয়া, ৭৫-৮০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ২০-২৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার করতে হবে । তবে পাশকাঠি ছাড়ার সময় থেকে কাশথোঁড় আসা পর্যন্ত কখনো বৃষ্টি হলে তাকে কাজে লাগিয়ে গাছের চেহারা অনুযায়ী একর প্রতি ১৫-২০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে । এছাড়া শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৪ কেজি বোরাক্স বা সোহাগা মূল সারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । তবে জমিতে সোহাগা ব্যবহার না করলে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম সোহাগা গুলে প্রথমবার বোনার ২৫-৩০ দিন পর ও দ্বিতীয়বার ৪৫-৫০ দিন পর স্প্রে করতে হবে । বোরন মাটিতে ব্যবহার করুন বা স্প্রে যাই করুন না কেন যেকোন একটি অবশ্যই করতে হবে, না হলে শীষে দানা একেবারেই হবে না বা পুষ্ট হবে না ।

সেচ :—

বোনার সময় জমিতে রস না থাকলে একটি হালকা সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে । বোনার ২১-২৫ দিনের মাথায় হালকা সেচ দিতে হবে । এক্ষেত্রে ভারী সেচ দিলে পাতা হলুদ হতে পারে এবং গাছের বাড় প্রাথমিকভাবে মার খাবে । দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে ৪২-৪৫ দিনের মাথায় অর্থাৎ কাশথোঁড় আসার সময়। এছাড়া ফুল আসার সময় একটি সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব ।

পরিচর্যা :—

বোনার ৩ ও ৬ সপ্তাহ পরে সেচ দেওয়ার আগে মোট দুবার আগাছা পরিষ্কার করার সাথে সাথে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে রসের টান ধরলে হুইল হো বা চক্রবিধা দিয়ে দুই সারির মাঝের জমি আলগা করে দিতে হবে । এছাড়া চওড়া পাতা আগাছা দমন করার জন্য ৩৭৫ মিলি পরিমাণ ২-৪ ডি. (৩৪ শতাংশ ই.সি) নামক আগাছানাশক ২৪০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে স্প্রে করতে হবে বোনার ৪ সপ্তাহ পরে ।

ফসল কাটা ও ফলন :—

উত্তরবঙ্গে গমের পরিপক্কতা আসতে একটু দেরী হয়, জাত বিশেষে সময় লাগবে ১১৫-১২০ দিন । গম ঝুনা পাকা অবস্থায় বা শুকনো পাকা অবস্থায় কাটতে হবে । পরিষ্কার রৌদ্রজ্জ্বল দিনে গম কেটে দুদিন শুকিয়ে দুপুরে গরম অবস্থায় মেশিনে গম ঝাড়াই করতে পারলে ভালো হয় । সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা করলে ফলন একর প্রতি ৩৫-৪৫ মন ও হতে পারে । তবে সাধারণতঃ ফলন পাওয়া যায় প্রতি একরে ২৫-৩০ মন ।

রোগ-পোকা দমন :—

পাতার ধ্বসা রোগ দেখা দিলে ২-২১/২ গ্রাম ম্যানকোজেব (যেমন ঃ- ডাইথেন এম. - ৪৫, ইন্দেফিল এম. - ৪৫) অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম (যেমন ঃ- ব্যাভিষ্টিন) প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন । ভুসো রোগ আক্রান্ত গমে কালো শীষ দেখা যায় । কালো শীষ দেখা মাত্র ভেজা কাপড় জড়িয়ে সাবধানে গাছ শুদ্ধ তুলে দূরে ফাঁকা জায়গায় পুড়িয়ে ফেলুন বা মাটিতে পুঁতে ফেলুন। লক্ষ্য রাখুন কালো গুঁড়ো যেন বাতাসে ছড়িয়ে না পড়ে। তবে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে ৪ গ্রাম / কেজি বীজ হিসাবে বীজশোধন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাজরা পোকার আক্রমন হলে ১.৫ মি.লি. ফসফামিডন ৪০ ই.সি. (যেমন ঃ- সুমিডন) বা এন্ডোসালফান ৩৫ ই.সি. (যেমন ঃ- এন্ডোসিল) ২ মি.লি. বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড (যেমন ঃ- পাদান) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন । জাব পোকার আক্রমন হলে ১ মি.লি. মেটাসিষ্টক্স ২৫ ই.সি. বা ২ মি.লি. ডাইমিথোয়েট ৩০ ই.সি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন ।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের
(উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক
ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
(দূরভাষ ঃ ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩)
কারিগরী তথ্য ঃ শ্রী সুরজিৎ কুন্ডু,
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য বিজ্ঞান বিভাগ)
শ্রী ধনঞ্জয় মন্ডল (শস্য সুরক্ষা বিভাগ)

মাজরা পোকার আক্রমন হলে ১.৫ মি.লি. ফসফামিডন ৪০ ই.সি. (যেমন ঃ- সুমিডন) বা এন্ডোসালফান ৩৫ ই.সি. (যেমন ঃ- এন্ডোসিল) ২ মি.লি. বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড (যেমন ঃ- পাদান) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন । জাব পোকার আক্রমন হলে ১ মি.লি. মেটাসিষ্টক্স ২৫ ই.সি. বা ২ মি.লি. ডাইমিথোয়েট ৩০ ই.সি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন ।

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের
(উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) পক্ষে কর্ম সংযোজক
ডঃ বিকাশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
(দূরভাষ ঃ ০৩৫২৬-২৬৩৬৫৩)
কারিগরী তথ্য ঃ শ্রী সুরজিৎ কুন্ডু,
বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য বিজ্ঞান বিভাগ)
শ্রী ধনঞ্জয় মন্ডল (শস্য সুরক্ষা বিভাগ)